শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং- বামাশিবো/প্রশা/কুড়িগ্রাম-১৭৫/৮০৭/৮ তারিখঃ ২২/০৩/২০১৭খ্রিঃ

বিষয়ঃ **তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম-এর সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহেশ সাফী সরকার এর বিরুদ্ধে বেতন ও বোনাস না দেয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ ১) নং-০৫.৪৭.৪৯৯৪.০০০.০৫.০০৭.১৬-২৮৩(৮); তারিখঃ ০৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
২) নং- বামাশিবো/প্রশা/কুড়িগ্রাম-১৭৫/১৩১/৩; তারিখঃ ০২/০২/২০১৭
৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নং- ৩৭.০০.০০০০.০৮৫.৪০.০২৭.১৫/৩০৩; তারিখঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সবিনয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলাধীন তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মোঃ আব্দুল্লাহেশ সাফী এর বিরুদ্ধে সহকারী শিক্ষক মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার কর্তৃক বেতন ও বোনাস না দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে আনীত অভিযোগ তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সূত্রে উল্লিখিত ৩নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

উক্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ একটি প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম-কে সূত্রোস্থ ২নং স্মারকে পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম এর মাধ্যমে তদন্ত পূর্বক সূত্রে উল্লিখিত ১নং স্মারকে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযোগকারী সহকারী শিক্ষক মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার কর্তৃক আনীত অভিযোগসমূহের সঠিকতা পাওয়া যায়নি। এছাড়া অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ১৮টি মামলা চলমান এবং ওয়ারেন্টভুক্ত ফেরারী আসামী হওয়ায় গত ১৮/০৪/২০১৫ইং হতে তিনি অদ্যাবধি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বেতন-ভাতাদি স্থগিত রয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রতিবেদনটি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক ....(....৫......) পাতা।

প্রফেসর এ, কে, এম, ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৫৮৬১০২১৬

সচিব
কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. জনাব মো: আব্দুল খালেক মিঞা, সহকারী সচিব (মাদরাসা), কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯৯৪.০০০.০৫.০০৭.১৬- ২৬৬ (৮)

তারিখঃ ২৫ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর স্মারক নং- বামাশিবো/প্রশা/কুড়িগ্রাম-১৭৫/১৩১/৩,তারিখঃ ০২/০২/২০১৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উলিপুর উপজেলার তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্‌রাসার সুপার মোঃ আব্দুল্লাহেশ শাফী এর বিরুদ্ধে সহকারী শিক্ষক মোঃ আব্দুল হাকিম মাস্টার কর্তৃক বেতন ও বোনাস না দেওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে আনিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রদিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি উক্ত বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত তাঁর অফিসের ০৫/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের উমাশিঅ/উলি/কুড়ি/তদন্ত/২০১৭/৫৫ নং স্মারক পত্রে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাঁর দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সাথে নিম্নস্বাক্ষরকারী একমত পোষণ করেন। ইহা অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ৪৮ (আটচল্লিশ) পাতা

ডায়েরী নং
তারিখ
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
পরিদর্শক
উপ-রেজিঃ প্রশাঃ/কমন/হিসাব
কারিকুলাম/আইসিটি/কম্পিউটার কেন্দ্র
প্রশা. কর্মকর্তা/হিসাব সহঃ প্রকৌ
এস ও প্রশা/কমন
আইন সহকারী
... আপনি ... করুন
তারিখের মধ্যে উপস্থাপন করুন

(মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
ফোনঃ ০৫৮২৯-৫৬০০৮
ইমেইল- unoulipur@mopa.gov.bd

প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি(সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)ঃ
০১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।
০২। জেলা শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম।
০৩। সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০৪। সুপার, তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০৫। জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম মাস্টার, সহকারী শিক্ষক, তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০৬। পিএটু, চেয়ারম্যান/রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
০৭। অফিস নথি।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
আর এণ্ড আই শাখা
ডাইরী নাম্বার ২১৮
১৫/৩/১৭
তাং .... স্বাক্ষর

৫৫২
৮/৩/১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

স্মারক নং – উমাশিঅ/উলি/কুড়ি/তদন্ত/২০১৭/ ৫৫

তারিখ ঃ ০৫/০৩/২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম মহোদয়ের স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯৯৪.০০০.০৩.০৩৬.১৬-২৩৩(৩) ; তারিখঃ ২৩/০২/২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র মোতাবেক তনুরাম সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে জনাব মো আব্দুল হাকিম মাষ্টার এর দাখিলকৃত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অত্র কার্যালয়ের স্মারক নং- উমাশিঅ/উলি/কুড়ি/ তদন্ত/২০১৬/ ৪৮,তারিখ ঃ ২৬/০২/২০১৭ খ্রিঃ অনুযায়ী উভয় পক্ষকে তদন্তকার্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য নোটিশ করা হলে সুপার গ্রহন করেলেও অভিযোগকারী নিখোঁজ থাকায় প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।

সুপার অভিযোগের বিরুদ্ধে জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাব অভিযোগের সাথে যাচাই করে দেখা যায় **FDR ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা জমা আছে যাহার নং ১২৪৯২৫/৫০১ জনতা ব্যাংক লিঃ, ত্রিমোহনী শাখা, কুড়িগ্রাম।** ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়ন সংযুক্ত। সুপারের বিরুদ্ধে উলিপুর থানায় দায়েরকৃত- ৪১ তারিখ ৩০/০৬/২০১৩ইং মামলাটি ২৬/১০/২০১৪ তারিখ মিমাংসা সূত্রে নিস্পত্তি হয়েছে।

মাদ্রাসার তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা যথাযতভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

মন্তব্যঃ অভিযোগকারীর নামে বিভিন্ন থানায় ১৮টি মামলা চলমান এবং ওয়ারেন্টভুক্ত ফেরারী আসামী হওয়ায় গত ১৮/০৪/২০১৫ ইং হইতে তিনি অদ্যাবধি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বেতন-ভাতা প্রদান স্থগিত আছে। সুপারের দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় অভিযোগটি মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতিষ্ঠান ধংসের সামিল। পরিচালনা কমিটি নাথাকায় অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিধি সম্মত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাচ্ছে না এবং প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এ অবস্থায় মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি গঠনের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিঃ ৪৭ পাতা।

০৫/০৩/১৭
(মোঃ আব্দুর রব)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

প্রাপকঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-২৪(মাদ্রাসা-২)
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৮৫.৩৯.০২৭.১৫/৩০৬

তারিখঃ ০৭ আশ্বিন ১৪২২ / ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বিষয়ঃ তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম-এর সুপারিনটেন্ডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহেশ সাফী সরকার এর বিরুদ্ধে বেতন ও বোনাস না দেয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে।

উর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচেছ যে, জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার, সহকারী শিক্ষক, তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসা উক্ত মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহেশ সাফী সরকার এর বিরুদ্ধে বেতন ও বোনাস না দেয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

এমতাবস্থায়, জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার, সহকারী শিক্ষক, তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসা কর্তৃক উক্ত মাদরাসা সুপারিনটেন্ডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহেশ সাফী সরকার এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো। একই সাথে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামোতাবেক (০২.....ফর্দ)।

২২.০৯.২০১৫
(নাছিমা খানম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
মাদ্রাসা-২
ফোনঃ ৯৫৪৯৩৯৬

চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড,
বখশিবাজার, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার, সহকারী শিক্ষক, তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
২। অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সচিব মহোদয়
মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।
একান্ত সচিব

৬৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাপ্তি ও জারী ইউনিট
প্রাপ্তি সংখ্যা ....
প্রাপ্তির তারিখ....
শাখা নং........প্রাপ্তি সংখ্যা.......
প্রাপ্তির তারিখ..............

বরাবর,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ উলিপুর সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসার দুর্নীতিবাজ সুপারিনটেনডেন্ট জনাব মোঃ আব্দুল্লাহেল শাকী সরকার সাহেব মে, জুন, ও জোলাই/২০১৫ ইং সনের মাসের বেতন বাদদিয়া বেতন করার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
ডায়েরী নং....
তারিখ....

তারিখঃ ২৯/০৭/২০১৫ইং

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার, পিতা মোঃ আব্দুল জব্বার, সাং- বালাকান্দি নলকাটা, উপজেলা- রাজারহাট, জেলা- কুড়িগ্রাম। এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, আমি একজন নিরীহ প্রতিষ্ঠাতা সহকারী শিক্ষক আমার পারিবারিক অসুবিধাহেতু মাদরাসায় যাইতে পারিনাই। সুপার সাহেবকে অবগত এবং ছুটির আবেদনও করি। সুপার সাহেব সহ কয়েকদিন একসঙ্গে রংপুরে ছিলাম। তিনি আমার নিকট টাকা হাওলাত চান, দিতে না পারায় ক্ষোভে সুপার সাহেব আমার মে/২০১৫ ইং সনের মাসের বেতন বাদদিয়া বেতন করেন। যাহা গত ১৩/০৭/২০১৫ ইং তারিখের উপজেলা নিবার্হী অফিসার মহোদয়ের বরাবর অভিযোগে উল্লেখ আছে। প্রকাশ থাকে যে, সুপার সাহেব ২১/১১/১৯৯৮ ইং সনে যোগদানের পর থেকেই মাদরাসায় জালিয়াতি করিয়া আসিতেছেন। মাদরাসার Code নং- ১৪৬৯৪ EIIN নং- ১২২৬৯২ M.P.O Code নং- ৮৮০৯০৬২১০৩। তিনি নিজেই ২/৩ মাস অনুপস্থিত থাকিয়াও নিজের বেতন সঠিক ভাবে করেন। উল্লেখ্য যে, ১১/০৭/২০০৭ ইং সনে মাদরাসার রিজার্ভ ফান্ডের (F.D.R) এর ৮৯,৯৩৮/- (উন্নব্বই হাজার নয় শত আটত্রিশ) টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্নসাৎ করেন। F.D.R ভাঙ্গানোর পরও জালিয়াত সুপার ১৫/০২/১২ ইং ও ২১/০৪/২০১২ ইং তারিখে F.D.R আবভাঙ্গানোর নোটিশ করেন। উক্ত বিষয়ে নিয়মিত কমিটি সুপার সাহেবের জালিয়াতির কারনে ২৪/০১/২০১৩ ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্ত ও ০২/০৫/২০১৩ ইং তারিখে চুরান্ত বরখাস্ত করেন। উক্ত সময়ে সুপার সাহেব প্রায় ০৩ (তিন) মাস অনুপস্থিত ছিলেন। মাদরাসা খোলা ছিল। অনুপস্থিতির নিজের বিলগুলি করেন। দীর্ঘ প্রায় ৬ বৎসর বাৎসরিক অডিট গুলি জালিয়াতির মাধ্যমে পাড়ি দেন। নিয়মিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ০১ (এক) দিন পূর্বে সুপার সাহেব ১০/০৬/২০১৩ ইং তারিখে তাহার বরখাস্ত প্রত্যাহারের জন্য গোপনে নিজ বাড়িতে বসিয়া ০১টি নতুন রেজুলেশন বহিতে নিজহস্তে লিখে কোরাম পূর্ন করার জন্য T.R জনাব, মোঃ নজির হোসেন সাহেবের স্বাক্ষর জাল করেন। আমিও T.R ছিলাম। স্বাক্ষর জাল প্রমানিত হয়। উক্ত বিষয়ে জালিয়াতির করার কারনে সুপার সাহেবের বিরুদ্ধে উলিপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। যাহার মামলা নং ৪১, তাং ৩০/০৬/২০১৩ ইং, ধারা:৪০৬/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ দ:বি:। স্বাক্ষর জাল ও জালিয়াতি তাহার পেশা। মামলাটিতে আমি ১নং স্বাক্ষী। উক্ত মামলায় উলিপুর থানার পুলিশ গত ০৪/০৭/২০১৩ ইং তারিখে মাদরাসা চলাকালীন সময়ে সুপার সাহেবকে ধৃতকরে কোর্টে চালানদেন। সুপার সাহেব প্রায় ১৫ দিন জেল হাজতে ছিল। মাদরাসা খোলাছিল। অনুপস্থিতির বিলগুলি করেন । উক্ত মামলায় গত ১৫/০৬/২০১৫ ইং তারিখে সুপার সাহেবের জামিন বাতিল করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন:৭ দিনের বেশী হাজতে ছিলেন। মাদরাসা বন্ধ ছিল। শুধু তাইনয়, ভুয়া বি এস সি শিক্ষক জীতিশ চন্দ্র রায় গত ৩১/০৭/২০১০ ইং তারিখে ইস্তেফা পত্র প্রদান করিলেও অদ্যবদি এম, পি, ও থেকে তাহার নাম বাদ দেওয়া হয় নাই। জালিয়াতি করে উক্ত পদে চাকুরি দেওয়ার জন্য। তাহার ইনডেক্স নং ২০১১৮৫৮। উক্ত ভুয়া ইনডেক্স দিয়া সে হাইস্কুলে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। মহোদয় মাদরাসায় সুপার সাহেবের কিনে দেওয়া জাল মুজাহিদ, কম্পিউটার সার্টিফিকেটধারী শিক্ষক ও পরিক্ষায় পাশের আগেই কৃষি শিক্ষক নিয়োগ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রিন্টার মেশিন ছাড়াই তাহাদের বেতন প্রদান করিয়া আসিতেছেন। আমার বিশ্বাস কৃষি শিক্ষকের সার্টিফিকেটও জাল হইতে পারে । বিভাগীয় অনুমোদন ছাড়াই ভুয়া বিজ্ঞান বিভাগ খোলার অনুমোদনের কাগজ দেখাইয়া মাদরাসার ক্যাশের প্রায় ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা আত্নসাৎ করেন। ভুয়া বি, এস, সি শিক্ষকের মাদরাসায় বিল করা হয় নাই। সুপার সাহেবের জালিয়াতির কারনে সাবেক উপজেলা নিবাহী অফিসার জনাব মোঃ শফিউল আলম মহোদয় বিগত ০২/০২/২০০৫ ইং তারিখে সুপার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক-১) এর দপ্তর
১। শাখা - ১১
২। শাখা - ১২
ডায়রী নং....
তারিখ....

অতিঃ সচিব (মাদরাসা)

সাহেবকে সাময়িক বরখাস্ত এবং টিউশন ফি এর টাকা আত্মসাৎ ও [illegible]
সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার শ্রী নিতাই পদ দাস মহোদয় ০৭ (সাত) দিনের বেতন কর্তন করে শাস্তিদেন।
আমি নিয়মিত কমিটির সদস্য দ্বারা অভিযোগ করাই। আরোও উল্লেখ্য যে, সাবেক উপজেলা নিবাহী অফিসার শ্রী
অশোক কুমার বিশ্বাস মহোদয় ভুয়া বি, এস, সি শিক্ষকের বেতন বাদ দিয়া বেতন পাস করেন। তাহার বেতন
করা হয় নাই। সুপার সাহেব প্রকৃত পিতার নাম বাদদিয়া ভুয়া পিতার নাম দিয়া কতিপয় ছাত্রের রেজিষ্টেশন
করাইয়া বদলি পরীক্ষাও দেওয়ান। উক্ত বিষয়েও আমি তথ্য প্রদান করি। প্রকাশ থাকে যে সরকার বিরোধী
হরতাল, মিছিল মিটিংয়ে জরিত থাকার কারনে আমি চলতি সালের ১০/০২/২০১৫ ইং তারিখে পুলিশ সুপার
কুড়িগ্রাম মহোদয় সাহেবকে তথ্য প্রদান করি এবং উক্ত তারিখে উলিপুর থানার পুলিশ মাদরাসা চলাকালীন সময়ে
সুপার সাহেব কে ধৃত করে কোর্টে চালান দেন। মাদরাসা খোলাছিল। সুপার সাহেব ০৯ (নয়) দিন জেলহাজতে
ছিলেন। অনুপস্থিতির বিল করেন। উক্ত বিষয়ে আমি গত ১৩/০৭/২০১৫ ইং তারিখে অভিযোগ করার পরেও
১৪/০৭/২০১৫ ইং তারিখে উপজেলা নিবাহী অফিসার (ভারপ্রপ্ত), উলিপুর জনাব, এ,এইচ,এম জামেরী হাসান
মহোদয় সংশ্লিষ্ট অফিসের অফিস সহকারী মোঃ মোসলেম উদ্দিন সাহেব সুপার সাহেব কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া
আমার বকেয়া মে/২০১৫ ইং সনের মাসের বেতন জুন/২০১৫ ইং সনের মাসের বেতন এবং বোনাস/২০১৫ ইং
সনের বেতন বাদদিয়ে বেতন পাস করেন। মহোদয় সুপার সাহেব আমার একই গ্রামের মামলা বাজ, টাউটবাজ
যুদ্ধাপরধী রাজাকার মকবুল হোসেন সহ ২০ দলীয় জোটের লোকও বটে। কু-চক্রীরা আমার মান ইজ্জত নষ্ট করার
জন্য নিজেই ও অন্যের দ্বারা একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া আসিতেছে। উল্লেখ্য যে, বাদীর স্বাক্ষর
জাল করিয়া আমার নামে ০১টি মিথ্যা সি.আর মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। যাহার সি.আর মামলা নং ৫৪/১৩
ইং, তাং ৩০/০৬/১৩ ইং, ধারা:-১৩৮। মামলাটিতে আমি জামিন নেই নাই। আমার নামে W/A ইস্যু করা
হইয়াছে। পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার ভয়ে আমি মাদরাসায় যাইতে পারি নাই।

অতএব, মহোদয় সমীপে আরজ দয়া করিয়া আমার বকেয়া মে,জুন/২০১৫ ইং সনের মাসের বেতন এবং বোনাস/২০১৫ ইং সনের বেতন প্রদানসহ মিথ্যা মামলার আব্যাহতির আদেশ দান করতঃ কু-চক্রী জালিয়াত সুপার জনাব, মোঃ আব্দুল্লাহেল শাফী সরকার সাহেব ও রাজাকার মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা করিয়া গরীব শিক্ষকের পরিবারের পথ সুগম করিতে আপনার নেক মর্জি হয়।

নিবেদক

মোঃ আব্দুল হাকিম মাষ্টার
সহকারী শিক্ষক
তনুরাম সিদ্দিকিয়া দাখিল মাদরাসা
মোবা: ০১৭৩৯-৬৬৫১৩৮

সংযুক্তি

১। গত ১৩/০৭/২০১৫ ইং ও ২১/০৭/১৫ ইং তারিখের উপজেলা নিবার্হী অফিসার উলিপুর মহোদয় বরাবর অভিযোগের অনুলিপি।
২। সুপার সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনুলিপি সহ কৃষি শিক্ষকের সার্টিফিকেটের ফটোকপি খানা।
৩। বি, এস, সি শিক্ষকের ইস্তেফা পত্র প্রদানের অনুলিপি।
৪। রাজাকার মকবুল হোসেনের বিরুদ্ধে রাজার হাট উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডর সাহেবের প্রত্যয়ন পত্রের অনুলিপি।
৫। আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটির অনুলিপি ও পুলিশ কর্মকর্তা মহোদয় মামলা থেকে অব্যাহতিদানের আবেদনের অনুলিপি।